জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জানুয়ারি ২০২৬

মুখবন্ধ

বৈচিত্র্যময় অভ্যন্তরীণ জলাশয়সহ বিস্তীর্ণ সাগর নিয়ে আমাদের এই বাংলাদেশ। বিশাল এ জলজসম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনীতি, পুষ্টি নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানে মৎস্যখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতোমধ্যে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সম্প্রদায়ের আত্মকর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এই খাতের অবদান অনস্বীকার্য। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ খাতে নিয়োজিত মৎস্যচাষি, উদ্যোক্তা, সংস্থা, সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি উদ্ভাবক, সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে মৎস্য খাতে এ সকল অংশীজনের অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান, সফল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সরকার 'জাতীয় মৎস্য পদক' প্রবর্তন করেছে।

মৎস্য সেক্টরে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৪ সাল হতে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্নক্ষেত্রে ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে পদক প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় মৎস্য পদক-কে আরও অর্থবহ করার নিমিত্ত ২০১০ সালে 'মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে পদক প্রদানের পদক নীতি ও পদ্ধতি' প্রণয়ন করা হয়। এ নীতি ২০১৩ সালে 'জাতীয় মৎস্য পদক প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি' প্রথম সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ এবং ২০২১ সালে সংশোধনের পর সর্বশেষে ২০২২ সালে সংশোধনপূর্বক 'জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০১৯ (২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংশোধিত)' প্রণয়ন করা হয়। বাস্তবতার নিরিখে পদকের সংখ্যা ও শ্রেণিবিন্যাস, আঞ্চিক পরিকল্পনা, অধিকাংশ অংশীজনকে অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এছাড়া প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও খাতভিত্তিক চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান নীতিমালার হালনাগাদ ও যুগোপযোগী সংস্কার প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০১৯ (২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংশোধিত) পর্যালোচনাপূর্বক 'জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬' প্রণয়ন করা হলো। এই নীতিমালার মাধ্যমে পদকের ক্ষেত্র নির্ধারণ, যোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, মূল্যায়নের মানদণ্ড এবং পদক প্রদানের প্রক্রিয়াকে অধিক স্বচ্ছ, ন্যায়সঙ্গত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় এই নীতিমালা মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে আরো দায়িত্বশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করবে।

০৮/০২/২০২৬

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিরোনাম	১
সংজ্ঞা	১
উদ্দেশ্য	১
পদক প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ	২
পদকের সংখ্যা	২
পদকের শ্রেণিবিন্যাস ও আঙ্গিক পরিকল্পনা	২
পদক প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের নির্ণায়ক মানদন্ড	৩-১৮
পদকের জন্য মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্যতা	১৮
পদকের জন্য আবেদনপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	১৯
পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে উপজেলা কমিটি	১৯
পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে জেলা কমিটি	১৯-২০
পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে জেলা কমিটি (পার্বত্য জেলা)	২০
পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে কারিগরি কমিটি	২১
পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে জাতীয় কমিটি	২১-২২
পদকের মনোনয়ন প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা	২২
উপজেলা/ জেলা/ কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনা	২২-২৩
জাতীয় মৎস্য পদকের প্রকৃতি ও নকশার বিবরণ	২৩
মনোনয়ন ফরম প্রাপ্তিস্থান	২৩
বিবিধ	২৩
জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য মনোনয়ন ফরম (সংলগ্নি-১)	২৪-৫৯
জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরুপণের মূল্যায়ন ফরম (সংলগ্নি-২)	৬০-৮৪

জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬

মাছ বাংলাদেশের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস। সুস্থ সবল ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে মৎস্যখাতের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতিতে সম্ভাবনাময় মৎস্যখাতের অবদান ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে মৎস্যখাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সম্প্রসারিত সমুদ্র এলাকায় উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও খাল-বিলসহ বৈচিত্র্যময় জলাশয়ে পরিপূর্ণ এ দেশে ক্রমান্বয়ে মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হচ্ছে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি বিস্তৃত এবং বহুমুখী হওয়ার পাশাপাশি কাজের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ সেক্টরে নিয়োজিত বিভিন্ন মৎস্যচাষি, সংস্থা, সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি উদ্ভাবক, সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ব্যক্তি বিশেষের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন। দেশে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, গবেষণা, রপ্তানিপণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সৃজনশীলতা ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান মূল্যায়নের বিধান রেখে সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬ প্রণীত হলো।

১. শিরোনাম

১. এ নীতিমালা 'জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬' নামে অভিহিত হবে; এবং

২. এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২. সংজ্ঞা

১. 'জাতীয় মৎস্য পদক' অর্থ এ নীতিমালার আওতায় অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত ক্ষেত্রে প্রদত্ত পদক;

২. 'অধিদপ্তর' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর; এবং

৩. 'সরকার' অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩. উদ্দেশ্য

১. দেশের পুকুর-দিঘি, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়, উপকূলীয় জলাশয়সহ অভ্যন্তরীণ সকল জলাশয়ে মাছের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণ;

২. মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান;

৩. মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় উত্তম অনুশীলন ও নিরাপদ খাদ্য (Safe Food) নিশ্চিতকরণ;

৪. গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান;

৫. মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদান;

৬. সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদন (Maximum Sustainable Yield-MSY) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণে অনুপ্রেরণা প্রদান;

৭. মৎস্যখাতে নারী, যুব সম্প্রদায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিতকরণ;

৮. দেশীয় প্রজাতির মাছ রক্ষাসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উৎসাহ প্রদান; এবং

৯. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সৃজনশীলতা ও উত্তম সেবা প্রদানকে উৎসাহিতকরণ।

৪. পদক প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ

মৎস্যখাতে বিশেষ অবদানের জন্য 'জাতীয় মৎস্য পদক' প্রদানের লক্ষ্যে চিহ্নিত ২২ (বাইশ) টি ক্ষেত্র নিম্নরূপ:

১. মাছের রেণু উৎপাদন;

২. মাছের পোনা উৎপাদন;

৩. দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ (Small Indigenous Fish Species-SIS) উৎপাদন;

৪. কার্পজাতীয় মাছ উৎপাদন;

৫. পাঙ্গাস/ তেলাপিয়া/ কই উৎপাদন;

৬. কুচিয়া/ সিবাস (Sea Bass)/ মিল্ক ফিশ (Milk Fish)/ নোনা টেংরা উৎপাদন;

৭. গলদা/ বাগদা/ দেশীয় অন্য প্রজাতির চিংড়ির PL (Post Larvae) উৎপাদন;

৮. ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) উৎপাদন;

৯. গলদা/ বাগদা/ দেশীয় অন্য প্রজাতির চিংড়ি উৎপাদন;

১০. কাঁকড়া (Crab)/ ঝিনুক (Oyster) উৎপাদন;

১১. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি;

১২. কাঁকড়া/ কুচিয়া/ ঝিনুক/ শামুক রপ্তানি;

১৩. মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান;

১৪. উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা;

১৫. মৎস্যসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা;

১৬. মৎস্যসম্পদ গবেষক/ বিজ্ঞানী;

১৭. মৎস্য অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জেলে/ জেলে সংগঠন;

১৮. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী;

১৯. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তা;

২০. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যুব উদ্যোক্তা;

২১. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী); এবং

২২. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী (১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন গ্রেডের কর্মচারী)।

৫. পদকের সংখ্যা

অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লেখিত ২২ (বাইশ) টি ক্ষেত্রে মোট ২২ (বাইশ) টি স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে।

৬. পদকের শ্রেণিবিন্যাস ও আঙ্গিক পরিকল্পনা

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	পদকের নাম	পদক ও সনদপত্রের বিবরণ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	জাতীয় মৎস্য পদক	প্রতিক্ষেত্রে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে- (ক) ১৮ (আঠারো) ক্যারেট মানের ১৫ (পনেরো) গ্রাম ওজনের স্বর্ণপদক; (খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের যৌথস্বাক্ষরে একটি সম্মাননা সনদ; এবং (গ) ৫০০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার ব্যাংক চেক প্রদান করা হবে।

৭. পদক প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের নির্ণায়ক মানদন্ড

'জাতীয় মৎস্য পদক' প্রদানের বিষয়ে প্রার্থী বাছাই ও নির্বাচনে প্রতি ক্ষেত্রের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্ণায়ক মানদন্ড অনুসরণ করা হবে।

ক্ষেত্র ১: মাছের রেণু উৎপাদন

মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. হ্যাচারির হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশন সনদ থাকতে হবে;

২. ক. হ্যাচারির মোট আয়তন (হেক্টর), হ্যাচারিতে পুকুরের সংখ্যা এবং জলায়তন (হেক্টর); এবং

খ. ব্রুড মাছের সংখ্যা (টি), ব্রুড পুকুরের সংখ্যা (টি) ও ব্রুড পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

৩. হ্যাচারির প্রতি বছরের সর্বমোট রেণু উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি);

৪. মূল্যায়ন বছরে মোট প্রজাতিভিত্তিক রেণু উৎপাদন ও বিপণন (কেজি);

৫. মূল্যায়ন বছরে-

ক. মোট উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), মোট আয় (লক্ষ টাকা) এবং নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

খ. প্রতি কেজি রেণুর প্রজাতিভিত্তিক উৎপাদন ব্যয় (টাকা) ও বিক্রয়মূল্য (টাকা) এবং নিট লাভ (টাকা)।

৬. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৭. উৎপাদিত রেণুর গুণগত ও কৌলিতাত্ত্বিক মান সংরক্ষণ (এক্ষেত্রে রেণুর মান যাচাইয়ের জন্য রেণু ক্রয়কারী নার্সারি মালিকের পোনার উচ্চফলন, রেণুর বেঁচে থাকার হার সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক মতামত গ্রহণ এবং কারিগরি কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে);

৮. হ্যাচারিতে মজুতকৃত ব্রুডের উৎস, সংখ্যা, বয়স এবং আকার (প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড এবং সরকারি/বেসরকারি হ্যাচারি হতে সংগৃহীত উন্নতমানের ব্রুডের পরিমাণ এবং ব্যবস্থাপনার তথ্যাদি রেজিস্টারে সংরক্ষিত থাকতে হবে এবং রেণু উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড (Brood) ব্যবহারকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন);

৯. অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ছোট মাছের রেণু উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান পদক প্রদানের জন্য অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হবে;

১০. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দন্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন;

১১. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন থাকতে হবে; এবং

১২. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ২: মাছের পোনা উৎপাদন

মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১.খামারের আয়তন (হেক্টর), খামারে পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

২. বাৎসরিক পোনা উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি ও সংখ্যা);

৩. রেণুর উৎস:

ক. প্রাকৃতিক: পরিমাণ (কেজি) এবং জলাশয়ের নাম;

খ. কৃত্রিম: পরিমাণ (কেজি) এবং হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা;

৪.পোনার গুণাগুণ

ক. প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড থেকে উৎপাদিত পোনা অগ্রাধিকার পাবে;

খ. রেণু/ ধানীর মজুদ ঘনত্ব (কেজি/হেক্টর);

গ. হেক্টর প্রতি পোনার উৎপাদন: পরিমাণ (কেজি), সংখ্যা (লক্ষ), পোনার সাইজ (সেমি);

৫. মাছের পোনা উৎপাদন (কেজি ও সংখ্যা) [(এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা (কই, শিং, মাগুর, শোল, মেনি, পাবদা, গুলশা, চিতল, বাইম ইত্যাদি) উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে];

৬. মূল্যায়ন বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), মোট আয় (লক্ষ টাকা) এবং নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৭. মূল্যায়ন বছরে প্রতি কেজি পোনার উৎপাদন মূল্য এবং গড় বিক্রয় মূল্য;

৮. মূল্যায়ন বছরে প্রতি শতকে পোনা উৎপাদনের গড় সংখ্যা;

৯. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

১০. কার্পজাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, ঘনিয়া ইত্যাদি) মাছের জন্য:

ক. বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে খামারের আয়তন কমপক্ষে ১ (এক) হেক্টর;

খ. বার্ষিক উৎপাদন কমপক্ষে ৭ (সাত) লক্ষ পোনা/হেক্টর; এবং

গ. পোনার আকার কমপক্ষে ১০ (দশ) সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১১. তেলাপিয়া মাছের জন্য:

ক. খামারের আয়তন কমপক্ষে ১ (এক) হেক্টর;

খ. বার্ষিক উৎপাদন কমপক্ষে ১০ (দশ) লক্ষ পোনা/হেক্টর; এবং

গ. পোনার আকার কমপক্ষে ৩ (তিন) সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১২. কই মাছের জন্য:

ক. খামারের আয়তন কমপক্ষে ১ (এক) হেক্টর;

খ. বার্ষিক উৎপাদন কমপক্ষে ৭ (সাত) লক্ষ পোনা/হেক্টর; এবং

গ. পোনার আকার কমপক্ষে ২ (দুই) সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১৩. শিং-মাগুর মাছের জন্য:

ক. খামারের আয়তন কমপক্ষে ১ (এক) হেক্টর;

খ. বার্ষিক উৎপাদন: শিং: কমপক্ষে ১৫ (পনের) লক্ষ পোনা/হেক্টর; মাগুর: কমপক্ষে ৭ (সাত) লক্ষ পোনা/হেক্টর;

গ. পোনার আকার কমপক্ষে ৩ (তিন) সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে;

১৪. পাবদা মাছের জন্য:

ক. খামারের আয়তন কমপক্ষে ০.৫ হেক্টর;

খ. বার্ষিক উৎপাদন কমপক্ষে ৭ (সাত) লক্ষ পোনা/হেক্টর; এবং

গ. পোনার আকার কমপক্ষে ৩ (তিন) সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১৫. গুলশা /ট্যাংরা মাছের জন্য:

ক. খামারের আয়তন কমপক্ষে ০.৫ হেক্টর;

খ. বার্ষিক উৎপাদন কমপক্ষে ৮ (আট) লক্ষ পোনা/হেক্টর;

গ. পোনার আকার কমপক্ষে ২ (দুই) সে.মি. ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

১৬. চিতল, শোল, বাইম ইত্যাদিসহ অন্যান্য প্রজাতির ক্ষেত্রে কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

১৭. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দন্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন;

১৮. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রত্যয়ন থাকতে হবে; এবং

১৯. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৩: দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ (Small Indigenous Fish Species-SIS) উৎপাদন

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ (Small Indigenous Fish Species-SIS) উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. খামারের আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

২. মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন);

ক. পোনা সংগ্রহের উৎস: হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা এবং অন্যান্য;

খ. চাষের ধরণ (একক/মিশ্র) ও পদ্ধতি (আধা নিবিড়/নিবিড়/অতি নিবিড়);

৩. প্রধান ফসল (মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে প্রধান ফসল বিবেচনা করে ক্যাটাগরি নির্ধারিত হবে) যা আবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৪. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন);

৫. মূল্যায়ন বছরে খামারের সর্বমোট ব্যয় (লক্ষ টাকা), সর্বমোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৬. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), সর্বমোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৭. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি);

৮. হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড:

ক. কই মাছের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ১৮ (আঠারো) মে. টন/হেক্টর;

খ. শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৮ (আট) মে. টন/হেক্টর;

গ. গুলশা-পাবদা মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৬ (ছয়) মে. টন/হেক্টর;

ঘ. কার্প ও শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৯ (নয়) মে.টন/হেক্টর;

ঙ. কার্প ও পাবদা-গুলশা মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৯ (নয়) মে.টন/হেক্টর;

চ. কার্প-তেলাপিয়া-শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ১০ (দশ) মে.টন/হেক্টর;

ছ. খাঁচায় মাছচাষের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) কেজি/ঘনমিটার (ন্যূনতম ৩৬০ ঘনমিটার খাঁচায় মাছচাষ করতে হবে);

জ. পেন-এ মাছচাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ২ (দুই) মে.টন/হেক্টর; এবং

ঝ. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ২ (দুই) মে.টন/হেক্টর।

* এক্ষেত্রে চাষ পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলে কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

৯. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১০. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দন্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১১. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৪: কার্পজাতীয় মাছ উৎপাদন

কার্পজাতীয় মাছ (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, ঘনিয়া, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, বিগহেড কার্প, ব্ল্যাক কার্প, কমন কার্প ইত্যাদি) উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. খামারের আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

২. মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন);

৩. ক. পোনা সংগ্রহের উৎস: হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা এবং অন্যান্য;

খ. চাষের ধরণ (একক/মিশ্র) ও পদ্ধতি (আধা নিবিড়/নিবিড়/অতি নিবিড়);

৪. প্রধান ফসল (মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রধান ফসল বিবেচনা করে ক্যাটাগরি নির্ধারিত হবে) আবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৫. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন);

৬. মূল্যায়ন বছরে খামারের সর্বমোট ব্যয় (লক্ষ টাকা), সর্বমোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৭. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), সর্বমোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৮. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৯. হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড:

ক. কার্পজাতীয় মাছের মিশ্রচাষে বার্ষিক গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৮ (আট) মে.টন/হেক্টর;

খ. কার্প-শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৯ (নয়) মে.টন/হেক্টর;

গ. কার্প-পাবদা-গুলশা মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ৯ (নয়) মে.টন/হেক্টর;

ঘ. কার্প-তেলাপিয়া-শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ১০ (দশ) মে.টন/হেক্টর;

ঙ. খাঁচায় মাছচাষের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) কেজি/ঘনমিটার (ন্যূনতম ৩৬০ ঘনমিটার খাঁচায় মাছচাষ করতে হবে);

চ. পেনে মাছ চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ২ (দুই) মে.টন/হেক্টর;

ছ. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ২ (দুই) মে.টন/হেক্টর; এবং

* এক্ষেত্রে চাষ পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলে কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১০. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১১. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দন্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১২. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৫: পাঙ্গাস/ তেলাপিয়া/ কই উৎপাদন

পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, কই ইত্যাদি উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. খামারের আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

২. মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন);

৩. পোনার উৎস ও চাষ পদ্ধতি:

ক. পোনা সংগ্রহের উৎস: হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা এবং অন্যান্য; এবং

খ. চাষের ধরণ (একক/মিশ্র) ও পদ্ধতি (আধা নিবিড়/নিবিড়/অতি নিবিড়)।

৪. প্রধান ফসল (মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রধান ফসল বিবেচনা করে ক্ষেত্র নির্ধারিত হবে);

৫. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন);

৬. মূল্যায়ন বছরে খামারের সর্বমোট ব্যয় (লক্ষ টাকা), সর্বমোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৭. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৮. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৯. হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড:

ক. পাঙ্গাস চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) মে. টন/হেক্টর;

খ. তেলাপিয়া চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ২০ (বিশ) মে. টন/হেক্টর;

গ. কই মাছ চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ১৮ (আঠারো) মে. টন/হেক্টর;

ঘ. পাংগাস-তেলাপিয়া মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ৫৫ (পঞ্চান্ন) মে.টন/হেক্টর;

ঙ. তেলাপিয়া-কার্প-শিং-মাগুর মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ১০ (দশ) মে.টন/হেক্টর;

চ. খাঁচায় মাছচাষের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) কেজি/ঘনমিটার (ন্যূনতম ৩৬০ ঘনমিটার খাঁচায় মাছচাষ করতে হবে);

ছ. পেন-এ মাছচাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ২ (দুই) মে.টন/হেক্টর;

ঝ. প্লাবনভূমিতে মাছচাষের ক্ষেত্রে গড় উৎপাদন কমপক্ষে ২ (দুই) মে.টন/হেক্টর; এবং

* এক্ষেত্রে চাষ পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলে কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে;

১০. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১১. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দন্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১২. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৬: কুচিয়া/ সিবাস (Sea Bass)/ মিল্ক ফিশ (Milk Fish)/ নোনা টেংরা উৎপাদন

কুচিয়া, সিবাস (Sea Bass), মিল্ক ফিশ (Milk Fish) ও নোনা টেংরা ইত্যাদি উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. খামারের আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

২. মূল্যায়ন বছরে সর্বমোট উৎপাদন (মেট্রিক টন);

৩. ক. পোনা সংগ্রহের উৎস: হ্যাচারির নাম ও ঠিকানা এবং অন্যান্য;

খ. চাষের ধরণ (একক/মিশ্র) ও পদ্ধতি (আধা নিবিড়/নিবিড়/অতি নিবিড়);

৪. প্রধান ফসল (মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রধান ফসল বিবেচনা করে ক্ষেত্র নির্ধারিত হবে);

৫. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে বার্ষিক উৎপাদন (মে.টন);

৬. মূল্যায়ন বছরে খামারের সর্বমোট ব্যয় (লক্ষ টাকা), সর্বমোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৭. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৮. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৯. হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড:

ক. কুচিয়া চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) মে. টন/হেক্টর;

খ. সিবাস চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ০৮ (আট) মে. টন/হেক্টর;

গ. মিল্ক ফিশ চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ০৩ (তিন) মে. টন/হেক্টর;

ঘ. নোনা টেংরা চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ০৬ (ছয়) মে. টন/হেক্টর;

* এক্ষেত্রে চাষ পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলে কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে;

১০. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১১. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা

মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দন্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১২. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৭: গলদা/ বাগদা/ দেশীয় প্রজাতির অন্যান্য চিংড়ির PL (Post Larvae) উৎপাদন

চিংড়ির PL (Post Larvae) উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে।

১. হ্যাচারির আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর) ইত্যাদি;

২. হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ):

ক. মূল্যায়ন বছরে মোট ফসল চক্র সংখ্যা এবং প্রতি ফসল চক্রে গলদা/ বাগদা চিংড়ির PL উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ) এবং

খ. বাগদা চিংড়ির ক্ষেত্রে LRT (Larva Rearing Tank) -তে লার্ভা মজুত ক্ষমতা: প্রতি ঘন মিটারে ন্যূনতম ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) লার্ভা মজুতকরণ। LRT-এর নূন্যতম আয়তন ০৩ মে. টন হতে হবে;

৩. হ্যাচারিতে ব্যবহৃত চিংড়ির ব্রুডের উৎস, সংখ্যা (টি) ও পরিমাণ (কেজি);

৪. মূল্যায়ন বছরে মোট উৎপাদন (লক্ষ), মোট বিক্রয় (লক্ষ), মোট উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), মোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৫. প্রতি হাজার গলদা/বাগদা চিংড়ির PL (Post Larvae) উৎপাদনের ব্যয় (টাকা) এবং বিক্রয় মূল্য (টাকা);

৬. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৭. নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে:

ক. বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রতি বৎসরে ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ গলদা চিংড়ির PL (Post Larvae) উৎপাদন এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ন্যূনতম ০২ (দুই) লক্ষ গলদা চিংড়ির PL উৎপাদন ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

খ. প্রতি বৎসরে ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) কোটি বাগদা চিংড়ির PL উৎপাদন ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

৮. বায়োসিকিউরিটি (Biosecurity) রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপের প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন;

৯. Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত প্রজননক্ষম চিংড়ি সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড (Biosecured) পরিবেশে প্রতিপালন করতে হবে (PCR টেস্টের রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে);

১০. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১১. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ

আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দন্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন;

১২. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৮: ক্র্যাবলেট (Crablet)/ স্পেট (Spat) উৎপাদন

ক্র্যাবলেট (Crablet) ও স্পেট (Spat) উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. হ্যাচারির আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর) ইত্যাদি;

২. হ্যাচারির উৎপাদন/মজুত ক্ষমতা: ফসল চক্রে ক্র্যাবলেট উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ) এবং মোট ফসল চক্র সংখ্যা (টি);

৩. হ্যাচারিতে ব্যবহৃত কাঁকড়া/ ঝিনুকের ব্রুডের উৎস, সংখ্যা ও পরিমাণ (কেজি):

৪. মূল্যায়ন বছরে মোট উৎপাদন (লক্ষ), মোট বিক্রয় (লক্ষ), মোট উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা); মোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা) ইত্যাদি তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে;

৫. প্রতি হাজার ক্র্যাবলেট/ স্পেট উৎপাদনের ব্যয় (টাকা) এবং বিক্রয় মূল্য (টাকা);

৬. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি);

৭. নিম্নবর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে

ক. মূল্যায়ন বছরে কমপক্ষে ৪ (চার) লক্ষ ক্র্যাবলেট উৎপাদন; এবং

খ. মূল্যায়ন বছরে কমপক্ষে ৩ (তিন) লক্ষ স্পেট উৎপাদন ন্যূনতম মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে;

৮. বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করতে হবে;

৯. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১০. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দন্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১১. সকল রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ৯: গলদা/ বাগদা/ দেশীয় প্রজাতির অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদন

গলদা, বাগদা ও দেশীয় প্রজাতির অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. খামারের মোট আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), জলায়তন (হেক্টর);

২. চিংড়ি PL-এর উৎস;

৩. মূল্যায়ন বছরে মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা), মোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা),

৪. ক. মূল্যায়ন বছরে প্রতি ফসল চক্রে উৎপাদন (মেট্রিক টন);

খ. মোট ফসল চক্র সংখ্যা (টি);

গ. মোট উৎপাদন (মেট্রিক টন): চিংড়ি ও মাছ (সাথি ফসল হিসেবে যদি থাকে)। চিংড়ি ও মাছের উৎপাদন আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৫. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে খামারের গড় উৎপাদন (মে.টন);

৬. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৭. নিম্নবর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে:

ক. গলদা চিংড়ির বাণিজ্যিক খামারের ক্ষেত্রে বছরে হেক্টর প্রতি শুধু চিংড়ির ন্যূনতম উৎপাদন ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) কেজি। সাথি ফসলের উৎপাদন উল্লেখ করতে হবে;

খ. বাগদা চিংড়ির বাণিজ্যিক খামারের ক্ষেত্রে বছরে হেক্টর প্রতি শুধু চিংড়ির ন্যূনতম উৎপাদন ৩০০০ (তিন হাজার) কেজি;

৮. বায়োসিকিউরিটি (Biosecurity) রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপের প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন;

৯. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রত্যয়ন থাকতে হবে;

১০. পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিবেচনায় খামারে ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রতিবেদন;

১১. Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড (Biosecured) পরিবেশে প্রতিপালন করতে হবে (PCR টেস্টের রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে);

১২. উৎস সনাক্তকরণ (Traceability) নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

১২. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দন্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১৩. সকল রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে;

ক্ষেত্র ১০: কাঁকড়া (Crab)/ ঝিনুক (Oyster) উৎপাদন

কাঁকড়া (Crab) ও ঝিনুক (Oyster) উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১.খামারের মোট আয়তন (হেক্টর), পুকুরের সংখ্যা (টি), পুকুরের জলায়তন (হেক্টর);

২. ক্র্যাবলেট (Crablet) ও স্পেট (Spat) এর উৎস;

৩. মূল্যায়ন বছরে মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা), মোট আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৪. ক. মূল্যায়ন বছরে প্রতি ফসল চক্রে উৎপাদন (মেট্রিক টন);

খ. মোট ফসল চক্র সংখ্যা (টি);

গ. মোট উৎপাদন (মেট্রিক টন): কাঁকড়া/ ঝিনুক ও মাছ (সাথি ফসল হিসেবে যদি থাকে)। কাঁকড়া (Crab), ঝিনুক (Oyster) ও মাছ উৎপাদন আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৫. মূল্যায়ন বছরে প্রতি হেক্টরে খামারের গড় উৎপাদন (মে. টন);

৬. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৭. নিম্নবর্ণিত বার্ষিক উৎপাদন মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে:

ক. কাঁকড়া চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে- **পেন কালচারে** (Pen Culture) ন্যূনতম ২ (দুই) মে. টন/হেক্টর.; **খাঁচায় চাষে**: ন্যূনতম ১৫ (পনের) মে.টন/ হেক্টর (ন্যূনতম ৩৬০ ঘনমিটার খাঁচায় মাছচাষ করতে হবে);

খ. ঝিনুক চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমপক্ষে ০৩ (তিন) লক্ষ টি/হেক্টর;

* এক্ষেত্রে চাষ পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলে কারিগরি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে;

৮. বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করতে হবে;

৯. উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAqP) সহ পরিবেশসহায়ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রত্যয়ন-এর থাকতে হবে;

১০. পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিবেচনায় খামারে ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর প্রতিবেদন;

১১. Polymerase Chain Reaction (PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে বায়োসিকিউরড (Biosecured) পরিবেশে প্রতিপালন করতে হবে (PCR টেস্টের রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে);

১২. উৎস্য সনাক্তকরণ (Traceability) নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

১৩. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০; মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় মর্মে আবেদনকারী ঘোষণা দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত আইনে প্রতিষ্ঠানটি দন্ডপ্রাপ্ত কিনা তার প্রতিবেদন প্রদান করবেন; এবং

১৪. সকল রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ১১: মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য (ফ্রোজেন ফিশ, ফিশ ফিলেট, ড্রাই ফিশ, মাছের আঁইশ (Fish Scale), মাছের পিজি (Pituitary Gland), মাছের পিকল, ফিশ চিপস ও বল, ফিশ সস, ফিশ অয়েল, ক্যানজাত মাছ ইত্যাদি) রপ্তানিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা (মে. টন);

২. ক. মূল্যায়ন বছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মোট প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (মেট্রিক টন);

খ. মূল্যায়ন বছরে প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৩. ক. মূল্যায়ন বছরে মোট রপ্তানি (মে. টন); এবং

খ. মূল্যায়ন বছরে মোট রপ্তানি আয় (ইউএস ডলার);

৪. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি যা মোট জনঘন্টায় হিসাব করা হবে);

৫. কমপ্লায়েন্ট (Compliant) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের মানসম্মত আপত্তিবিহীন সর্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানি এবং সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন পদক প্রদানের মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর-এর 'মানসম্মত পণ্য সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র' দাখিল করতে হবে।

৬. ক. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) পদ্ধতি অনুসরণকরে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি করতে হবে;

খ. ইইউ (EU) এবং ইউএস (US) নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন করতে হবে। স্যানিটেশন, বায়োসেফ্টি ইত্যাদি বিষয়াদি নির্দেশাবলি মোতাবেক সরেজমিনে পরিদর্শন ও মনোনয়নদানকারী কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে; এবং

গ. উপকরণের মান এবং সংগ্রহের উৎসস্থলের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে;

৭. আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান/নিয়মাবলি আবেদনকারীকে অবহিত থাকতে হবে;

৮. সংশ্লিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন লট প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল কিনা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে;

৯. FRCP (Factory Residue Control Plan) নমুনা পরীক্ষা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে;

১০. Good Manufacturing Practice (GMP) অনুসরণ করতে হবে; এবং

১১. মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি দন্ডপ্রাপ্ত কিনা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে; এবং

১২. সকল রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ১২: কাঁকড়া/ কুচিয়া/ ঝিনুক/ শামুক রপ্তানি

কাঁকড়া, কুচিয়া, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি রপ্তানিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা (মে. টন);

২. ক. মূল্যায়ন বছরে পণ্যের গড় বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ (মে. টন);

খ. মূল্যায়ন বছরে প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন ব্যয় (লক্ষ টাকা), আয় (লক্ষ টাকা), নিট লাভ (লক্ষ টাকা);

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান;

ক. মূল্যায়ন বছরে বার্ষিক রপ্তানি (মে. টন); এবং

খ. মূল্যায়ন বছরে রপ্তানি আয় (ইউএস ডলার);

৪. মূল্যায়ন বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান (সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন জনবলের তথ্যাদি);

৫. মানসম্মত আপত্তিবিহীন সর্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানি এবং সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন পদক প্রদানের মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর-এর 'মানসম্মত পণ্য সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র' দাখিল করতে হবে।

৬. ক. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) পদ্ধতি অনুসরণকরে পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি করতে হবে;

খ. EU (European Union) এবং US (United States) নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করতে হবে। স্যানিটেশন, বায়োসেফ্টি ইত্যাদি বিষয়াদি নির্দেশাবলি মোতাবেক সরেজমিনে পরিদর্শন ও মনোনয়নদানকারী কর্তৃক মূল্যায়ন করবে; এবং

গ. উপকরণের মান এবং সংগ্রহের উৎসস্থলের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে;

৭. আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান/নিয়মাবলি আবেদনকারীকে অবহিত থাকতে হবে;

৮. সংশ্লিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন লট প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল কিনা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে;

৯. FRCP (Factory Residue Control Plan) নমুনা পরীক্ষা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে;

১০. Good Manufacturing Practice (GMP) অনুসরণ করতে হবে; এবং

১১. মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮; মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০২৪; মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি দন্ডপ্রাপ্ত কিনা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে; এবং

১২. সকল রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ১৩: মৎস্যখাদ্য/ মৎস্যখাদ্য উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

মৎস্য খাদ্য/ খাদ্য উপকরণ উৎপাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. মৎস্য খাদ্য/ উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও লাইসেন্স নম্বর;

২. মৎস্য খাদ্য/ উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আয়তন (হেক্টর);

৩. গুদাম (Godown) এর ধারণক্ষমতা (মেট্রিক টন);

৪. মূল্যায়ন বছরে বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা);

৫. বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন);

৬. উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের ধরণ ও বিবরণ (ডুবন্ত/ ভাসমান/ অন্যান্য);

৭. দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ (মেট্রিক টন) ও বিবরণ;

৮. আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ (মেট্রিক টন) ও বিবরণ;

৯. উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ড নাম;

১০. ক. খাদ্যের প্রকার অনুযায়ী প্রতি কেজি ভাসমান খাদ্যের গড় দাম (টাকা) (কারখানা রেট);

খ. খাদ্যের প্রকার অনুযায়ী প্রতি কেজি ডুবন্ত খাদ্যের গড় দাম (টাকা) (কারখানা রেট);

গ. অন্যান্য খাদ্যের প্রতি কেজির গড় দাম (টাকা)।

১১. মূল্যায়ন বছরে মোট উৎপাদন (মে.টন);

১২. মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪ অনুসরণ করা হয় কিনা, না হলে দন্ডপ্রাপ্ত কিনা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রতিবেদন সংযুক্ত করতে হবে;

১৩. ক. মূল্যায়ন বছরে পরীক্ষিত খাদ্য নমুনার সংখ্যা;

খ. নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন; এবং

১৪. খাদ্য রপ্তানি করা হয় কিনা? করা হলে:

ক. মূল্যায়ন বছরে রপ্তানির পরিমাণ (মে.টন);

খ. অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ (ইউএস ডলার)।

ক্ষেত্র ১৪: উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা

উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. সাফল্য অর্জিত ক্ষেত্রের নাম (সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে);

২. অর্জিত সাফল্যের বিবরণ (সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে);

৩. অর্জিত সাফল্য মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যে অবদান রেখেছে এবং ভবিষ্যতের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যানগত বিবরণ;

৪. অর্জিত সাফল্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি; এবং

৫. অর্জিত সাফল্য সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি থাকতে হবে (প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ক্ষেত্রে সকল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে)।

ক্ষেত্র ১৫: মৎস্যসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা

মৎস্যসম্পদ গবেষণায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. স্থানীয়/ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বা গবেষণা সম্পর্কে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ/ প্রকাশনা সংখ্যা ও তার বিবরণ;

২. ইতোপূর্বে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অধিকতর উৎপাদন ও লাভজনকভাবে অনুসরণের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে অবদান;

৩. পরিবেশের উপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্র অনুসরণে ইতিবাচক প্রভাব;

৪. প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা ও বিকাশের সম্ভাবনা;

৫. উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্র সম্পর্কে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ;

৬. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্রের অবদান;

৭. উচ্চ ফলনশীল মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার;

৮. জাতীয় উন্নয়নে অবদানের সম্ভাবনা; এবং

৯. অর্জিত সাফল্য সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ১৬: মৎস্যসম্পদ গবেষক/ বিজ্ঞানী

মৎস্যসম্পদ গবেষণায় গবেষক/ বিজ্ঞানীর অবদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. স্থানীয়/ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বা গবেষণা সম্পর্কে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ/ প্রকাশনা সংখ্যা ও তার বিবরণ;

২. ইতোপূর্বে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অধিকতর উৎপাদন ও লাভজনকভাবে অনুসরণের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে অবদান;

৩. পরিবেশের উপর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্র অনুসরণে ইতিবাচক প্রভাব;

৪. প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা ও বিকাশের সম্ভাবনা;

৫. উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্র সম্পর্কে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ;

৬. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি/ গবেষণাপত্রের অবদান;

৭. উচ্চ ফলনশীল মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার;

৮. জাতীয় উন্নয়নে অবদানের সম্ভাবনা; এবং

৯. অর্জিত সাফল্য সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি থাকতে হবে। সকল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

ক্ষেত্র ১৭: মৎস্য অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জেলে/ জেলে সংগঠন

মৎস্য অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জেলের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. আবেদনকারীর জেলে পরিচয়পত্র (Fisherman Identity Card)/ জেলে হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরের নিবন্ধন থাকতে হবে;

২. উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে জেলের অবদান সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে, জলাশয়ের নাম, অবস্থানসহ জলাশয়ে কাজের সংশ্লিষ্টতার বিস্তারিত বিবরণ (অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা, মৎস্যসম্পদ রক্ষায় জেলেদের দলীয় কাযক্রম, পেনে মাছচাষ, খাঁচায় মাছচাষ ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

৩. বিদ্যমান মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও বিধি মেনে উন্মুক্ত জলাশয়ে সরকার ঘোষিত মৎস্য আহরণে নিষিদ্ধ সময় ছাড়া কম-বেশি সারা বছর মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন জেলে হতে হবে;

৪. জেলের বাৎসরিক মাছ আহরণের পরিমাণ ও মূল্য উল্লেখ করতে হবে।

৫. জেলেপল্লীতে মৎস্য সংরক্ষণ আইনের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা থাকলে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক তার প্রত্যয়ন সংযুক্ত করতে হবে;

৬. মৎস্য সংরক্ষণ আইন ভঙ্গের জন্য সাজাপ্রাপ্ত (জেল/জরিমানা) হলে মনোনয়নের জন্য বিবেচিত হবেন না;

৭. জাটকা সংরক্ষণ অভিযান/মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান/সাগরে মৎস্য সংরক্ষণ অভিযানসহ অন্যান্য মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরকে সহযোগিতা প্রদানের প্রত্যয়ন (সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত) সংযুক্ত করতে হবে;

৮. মূল্যায়নকৃত জেলে কোন সমবায় সমিতি/সমাজসেবা সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে তার প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে; এবং

৯. সমাজসেবামূলক/উদ্বুদ্ধকরণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ইতিপূর্বে অন্য কোন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত করা হয়ে থাকলে তার প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে।

ক্ষেত্র ১৮: মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

পার্বত্য অঞ্চল, হাওর, বাওড়, চর ইত্যাদি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অবদানে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. মাছ ও মাছের রেণু, পোনা উৎপাদন;

২. চিংড়ি ও চিংড়ির PL উৎপাদন;

৩. কুচিয়া, ক্রাবলেট, কাঁকড়া, স্পেট, ঝিনুক ইত্যাদি উৎপাদন;

৪. শুঁটকি এবং অন্যান্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনে অবদান; এবং

৫. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অবদান।

ক্ষেত্র ১৯: মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তা

মৎস্যখাতে নারী উদ্যোক্তার অবদানের ক্ষেত্রে মৎস্যখাতে নারীর বিশেষ ভূমিকা যেমন: মাছ উৎপাদন, শুটকী তৈরি, জাল বুনন, মাছ আহরণ, বিক্রয়, মৎস্যজাত পণ্য বহুমুখীকরণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে। এছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে সরকারিভাবে নিবন্ধিত হতে হবে;

২. আবেদনে বিশেষ অবদানের বিষয়টি সুস্পস্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;

৩. বিশেষ অবদানের যথাযথ প্রমাণক (নিজস্ব হিসাব বিবরণী, ব্যাংক হিসাব বিবরণী, ব্যালেন্সশিট ইত্যাদি) থাকতে হবে;

৪. উদ্যোক্তা হিসেবে ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

৫. এছাড়া উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য সরকার ঘোষিত অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

ক্ষেত্র ২০: মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে যুব উদ্যোক্তা

মৎস্যখাতে যুব উদ্যোক্তার অবদানের ক্ষেত্রে মৎস্যখাতে যুবদের বিশেষ ভূমিকা যেমন: মাছ উৎপাদন, শুটকী তৈরি, জাল বুনন, মাছ আহরণ, বিক্রয়, মৎস্যজাত পণ্য বহুমুখীকরণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে। এছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. আবেদনকারীর বয়স ১৮-৩৫ বছর হতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি নিবন্ধন থাকতে হবে;

২. আবেদনে বিশেষ অবদানের বিষয়টি সুস্পস্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;

৩. বিশেষ অবদানের যথাযথ প্রমাণক (হিসাব বিবরণী/ ব্যাংক হিসাব বিবরণী, ব্যালেন্সশিট ইত্যাদি) থাকতে হবে;

৪. উদ্যোক্তা হিসেবে ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

৫. এছাড়া উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য সরকার ঘোষিত অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

ক্ষেত্র ২১: মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অবদানে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আইন বাস্তবায়ন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বিশেষ অবদান;

২. মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদান;

৩. মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন;

৪. মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান;

৫. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে ব্যতিক্রমধর্মী সফল উদ্যোগ; এবং

৬. দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান।

ক্ষেত্র ২২: মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারীদের অবদানে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হবে-

১. কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আইন বাস্তবায়ন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বিশেষ অবদান;

২. কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনে তৎপরতা;

৩. কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রবণতা;

৪. মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদান;

৫. মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন;

৬. মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান;

৭. মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমধর্মী সফল উদ্যোগ; এবং

৮. দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান

৮. পদকের জন্য মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্যতা

১. বাংলাদেশের যেকোনো এলাকায় মৎস্যবিষয়ক কোনো নব প্রযুক্তি বা উল্লেখযোগ্য কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টিকারী চাষি/সংস্থাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য পদক প্রদান করা হবে। বিষয়াবলি সর্বজনবিদিত এবং সাধারণ্যে অবগত থাকতে হবে;

২. মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তর প্রধানের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে;

৩. মনোনয়নের সঙ্গে জনসেবার মানোন্নয়নের জন্য অনুসৃত সৃষ্টিশীল পদ্ধতি, সময় এবং কী পরিস্থিতিতে কার্যক্রমটি সম্পাদিত হয়েছিল তা উল্লেখ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট বিবরণও থাকতে হবে;

৪. মনোনয়নের স্বপক্ষে কার্যক্রমটি/ প্রকল্পটি/ কর্মসূচির পটভূমি, উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার, বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কৌশল, ব্যবহৃত উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতি, বাস্তবায়নকাল, অসাধারণ অর্জন ও ফলাফল, ইতিবাচক পরিবর্তন ও প্রভাব, টেকসই এবং সর্বোপরি এ প্রক্রিয়ায় মনোনীত ব্যক্তির ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি থাকতে হবে;

৫. কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একবার জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্ত হলে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর কোন ক্ষেত্রেই পদকের যোগ্য বিবেচিত হবেন না;

৬. কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই বৎসরে একের অধিক ক্ষেত্রে পদক প্রাপ্ত হবেন না;

৭. কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রপ্তানিকৃত পণ্যের মান সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে তিনি মনোনয়নের জন্য বিবেচিত হবেন না;

৮. হ্যাচারি রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত মাছের রেণু উৎপাদন, চিংড়ির পি.এল. উৎপাদন, ক্র্যাবলেট/ স্পেট উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো আবেদন পদকের জন্য বিবেচিত হবে না;

৯. উপজেলা কমিটি প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদির যথার্থতা পরীক্ষা করবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি অনুমোদিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে যাচাই করে পদকের জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। এ পদক সংক্রান্ত কার্যক্রমের সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

১০. ক্ষেত্র-১৪ (উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অবদান); ক্ষেত্র-১৫ (মৎস্যসম্পদ গবেষণায় প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার অবদান); ক্ষেত্র-১৬ (মৎস্যসম্পদ গবেষণায় গবেষক/ বিজ্ঞানীর অবদান) ক্ষেত্রে আবেদনসমূহ প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশসহ মূলকপি সরাসরি কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে;

১১. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের প্রমাণাদি সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

১২. সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকার আবেদনসমূহ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশসহ মূলকপি সরাসরি কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করা যাবে;

১৩. মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত ছক ব্যবহার করতে হবে (সংলগ্নি-১); এবং

৯. পদকের জন্য আবেদনপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া-

০১. সংলগ্নি-২ এ বর্ণিত স্কোরিং পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হবে;

০২. ক্ষেত্র বিশেষে স্কোরিং এ সর্বমোট নাম্বার ১০০ নম্বরে কনভার্ট করা হবে; এবং

০৩. ভবিষ্যতে স্কোরিং এর যে কোন ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন এর প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১০. পদকের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন কমিটিসমূহ-

(ক) উপজেলা কমিটি: সংশ্লিষ্ট উপজেলার কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে নিম্নরূপ উপজেলা কমিটি গঠিত হবে:

১)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
২)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৩)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৪)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৫)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৬)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৭)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৮)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৯)	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য
১০)	মৎস্যচাষি প্রতিনিধি (সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১১)	মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কাজে সংশ্লিষ্ট এনজিও (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২)	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

উপজেলা কমিটির কার্যপরিধি :

১. প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/সংস্থার মৎস্যখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদন নীতিমালা অনুযায়ি যাচাই বাছাই করে প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে;

২. প্রাথমিক তালিকাভুক্ত আবেদন উপজেলা কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্য পৃথকভাবে সরেজমিনে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতিবেদন উপজেলা কমিটির নিকট দাখিল করবে; এবং

৩. প্রতিক্ষেত্রে যাচাইকৃত আবেদনসমূহ হতে স্কোরিং পদ্ধতিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের আবেদন সুপারিশসহ জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

(খ) জেলা কমিটি: সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে নিম্নরূপ জেলা কমিটি গঠিত হবে।

১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২)	উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ এর প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৩)	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য

৪)	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৫)	উপপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৬)	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৭)	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৮)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৯)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১০)	মৎস্যচাষি প্রতিনিধি (জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১১)	মৎস্যচাষ/সম্প্রসারণ কাজে সংশ্লিষ্ট এনজিও (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

জেলা কমিটির কার্যপরিধি :

১. উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবনা নীতিমালা অনুযায়ি যাচাই বাছাই করবে;

২. উপজেলা কমিটি হতে প্রতিক্ষেত্রে যাচাইকৃত আবেদনসমূহ হতে স্কোরিং পদ্ধতিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের আবেদন সুপারিশসহ কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

(গ) জেলা কমিটি (পার্বত্য জেলা): সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে নিম্নরূপ জেলা কমিটি গঠিত হবে।

১)	চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ	সভাপতি
২)	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	সদস্য
৩)	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪)	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৫)	উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৬)	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৭)	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৮)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৯)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১০)	মৎস্যচাষি প্রতিনিধি (জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১১)	মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কাজে সংশ্লিষ্ট এনজিও (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

জেলা কমিটির (পার্বত্য জেলা) কার্যপরিধি :

১. উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবনা নীতিমালা অনুযায়ি যাচাই বাছাই করবে;

২. উপজেলা কমিটি হতে প্রতিক্ষেত্রে যাচাইকৃত আবেদনসমূহ হতে স্কোরিং পদ্ধতিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের আবেদন সুপারিশসহ কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

(ঘ) কারিগরি কমিটি:

১)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সভাপতি
২)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৩)	সদস্য পরিচালক (মৎস্য) বিএআরসি, ঢাকা	সদস্য
৪)	প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (পরিচালক পর্যায়)	সদস্য
৫)	প্রতিনিধি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (পরিচালক পর্যায়)	সদস্য
৬)	পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৭)	পরিচালক (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৮)	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৯)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ (পরিচালক পর্যায়)	সদস্য
১০)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (পরিচালক পর্যায়)	সদস্য
১১)	প্রতিনিধি, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
১২)	প্রতিনিধি, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৩)	প্রতিনিধি, একুয়াকালচার, ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদ, শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪)	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন উপসচিব	সদস্য
১৫)	প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৬)	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ), মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

কারিগরি কমিটির কার্যপরিধি :

১. প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই বাছাই পূর্বক স্কোরিং পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করবে;

২. পদকের ক্ষেত্র বিবেচনায় রেখে মূল্যায়ন মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে স্কোর নির্ধারণ;

৩. সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবনা সরেজমিন যাচাই বাছাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

৪. প্রতিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) টি মনোনয়ন প্রস্তাব সুপারিশসহ 'জাতীয় কমিটির' নিকট প্রেরণ করবে।

(ঙ) জাতীয় কমিটি

১)	সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৩)	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট	সদস্য
৫)	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
৬)	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
৭)	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম সচিব (ব্লু ইকোনমি অনুবিভাগ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮)	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয় (যুগ্ম সচিব পর্যায়ের)	সদস্য

৯)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
১০)	যুগ্ম সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১)	যুগ্ম সচিব/ উপসচিব (মৎস্য-২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

জাতীয় কমিটির কার্যপরিধি :

১. কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করবে; এবং

২. বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনুচ্ছেদ ৫-এ বর্ণিত সংখ্যা অনুযায়ী স্বর্ণপদকের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করবে।

(চ) উপরে যা-ই উল্লেখ থাকুক না কেন, ক্ষেত্র-১৪: উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা, ক্ষেত্র-১৫: মৎস্যসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা এবং ক্ষেত্র-১৬: মৎস্যসম্পদ গবেষক/ বিজ্ঞানী এর ক্ষেত্রে জাতীয় মৎস্য পদকের জন্য প্রস্তাবিত গবেষক/বিজ্ঞানী/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থার নাম নিম্নোক্তগণ সরাসরি কারিগরি কমিটিতে প্রেরণ করতে পারবেন।

১. মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য;

২. মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ (৩ টি পার্বত্য জেলার জন্য);

৩. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য; এবং

৪. সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান (গবেষক/প্রতিষ্ঠান এর জন্য)

(ছ) ক্ষেত্র-২১ এবং ক্ষেত্র-২২ এর মনোনয়ন প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারিগটি কমিটিতে প্রেরণ করবেন।

১১. পদকের মনোনয়ন প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা

পদক প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ক্যালেন্ডার বছরের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) কর্মকান্ড বিবেচনায় নেওয়া হবে। এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময়সূচি নিম্নরূপ হবে:

১.	মনোনয়ন আহবান	--	জানুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহ
২.	উপজেলা কমিটি কর্তৃক জেলা কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ	--	ফেব্রুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহ
৩.	জেলা কমিটি কর্তৃক কারিগরি কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ	--	মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহ
৪.	সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ	--	এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহ
৫.	জাতীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	--	মে মাসের ১ম সপ্তাহ
৬.	জাতীয় কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	--	জুন মাসের ১ম সপ্তাহ

১২. পদক বাতিল

১. এই নীতিমালার অধীনে পদকপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য/ প্রমাণাদি অসত্য প্রমাণিত হলে 'জাতীয় কমিটি' যথাযথ অনুসন্ধানের পর পদক, সম্মাননা সনদ ও প্রদত্ত অর্থ প্রত্যাহার করাসহ উক্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারবে।

১৩. 'জাতীয় মৎস্য পদক' এর প্রকৃতি ও নকশার বিবরণ

পদকের সম্মুখভাগের উপরে **পদকের নাম**, মধ্যাংশে **জাতীয় প্রতীক** এবং নিচে **বাংলাদেশ** লেখা থাকবে। পিছনের অংশের উপর **প্রাপকের নাম ও ক্ষেত্র**, মধ্যাংশে **মৎস্য অধিদপ্তরের মনোগ্রাম,** মধ্যাংশের বামে **খ্রিষ্টাব্দ** ও ডানে **বঙ্গাব্দ** এবং নিচের অংশে **মৎস্য অধিদপ্তর** এবং **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের** নাম লেখা থাকবে।

১৪. মনোনয়ন ফর্ম প্রাপ্তিস্থান

পদকের বিজ্ঞপ্তি মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, জাতীয় পত্রিকা এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নোটিশ বোর্ডে প্রচার করা হবে। এছাড়া নিম্নোক্ত দপ্তরসমূহ হতে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে।

১. সম্প্রসারণ শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা;

২. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়;

৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর; এবং

৪. মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট: www.fisheries.gov.bd

১৫. বিবিধ

১. এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধনের যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করবে এবং এরূপ সিদ্ধান্ত সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করতে পারবে।

২. এ নীতিমালার কোন বিষয় অস্পষ্ট থাকলে তা সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ করতে পারবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

০২/০২/২০২৩

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়